কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 AUG 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী ৯০ লাখ মানুষ

কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ৫% কোটা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশে বর্তমানে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা এক কোটি ৬০ লাখ। এদের মধ্যে শুধু দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হয়েছে ৯০ লাখ সাধারণ মানুষ। বাকিরা জন্মগত ও অপচিকিৎসার কারণে প্রতিবন্ধিতার শিকার। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে জনসংখ্যার অবহেলিত এ অংশকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন বিশিষ্টজনরা। প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও কলেজে ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করার দাবি জানান তাঁরা। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আয়োজিত 'কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীবান্ধব নীতিমালা তৈরি এবং প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ গতকাল রবিবার এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আয়োজক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদা আখতার। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ৮২ লাখ নারী। এসব নারীকে বাদ দিয়ে দেশ কখনো উন্নত হতে পারে না। বর্তমানে দেশে ১৭.৬ শতাংশ দরিদ্র রয়েছে, যাদের বেশির ভাগই প্রতিবন্ধী নারী।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. মজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীবান্ধব। প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিক-উল-ইসলাম বলেন, 'জাতীয় প্রতিবন্ধী জরিপের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। জরিপ শেষে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য আইনের বিধিমালা প্রস্তুত করছে সরকার। আইনের ৩১ ও ৩৭ ধারা নিয়ে আপত্তি এসেছে। বিধিমালার পর এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।'

সেমিনারে আরো বক্তব্য দেন প্রতিবন্ধী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ড. আনিসুজ্জামান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুস সালেহীন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার নাজরানা ইয়াসমিন, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি নাছিমা আক্তার, সহসভাপতি রোকেয়া বেগম প্রমুখ।